গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উশরণ-২ শাখা

নং ১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০২৫.১৬.১০৩

তারিখ ২৮ চৈত্র ১৪২২ বঃ / ১১ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা সংশোধন সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ ১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০২৫.১৬. ৮৪ তারিখ ২৪ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত সরকারি মঞ্জুরি পত্রদ্বয় (জিও) এর সাথে ইতঃপূর্বে প্রেরিত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের খরিপ-১/২০১৬-১৭ মৌসুমে উফশী ও নেরিকা আউশ আবাদ বৃদ্ধির প্রণোদনা (বিনামূল্যে বীজ, রাসায়নিক সার বিতরণ এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান) কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালার অন্যান্য অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত রেখে ৮ নং অনুচ্ছেদ এবং খরিফ-১/২০১৬-১৭ মৌসুমে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ধৈঞ্চা চাষ এবং কুমড়াজাতীয় সব্জীর মাছি পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির নীতিমালার ২ নং অনুচ্ছেদ আংশিক সংশোধনপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এ সাথে সংশোধিত নীতিমালার কপি প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক ৪(চার) পাতা।

(মোঃ আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী)
সহকারী সচিব
ফোন নং ৯৫৪০৯৬৪

বিতরণ ঃ

১। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান পার্বত্য জেলা পরিষদ ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন কমিটি (বান্দরবান/রাঙ্গামাটি/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা) (বান্দরবান/রাঙ্গামাটি/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা **পরিষদের বিভাজন অনুসারে নেরিকা আউশ, ধৈঞ্চা চাষ ও কুমড়া জাতীয় সব্জির মাছি পোকা দমনে সেক্সফেরোমন ট্রাপ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে**)।
৩। উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য সচিব, কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (বান্দরবান/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ)।
৪। প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয় (এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার
কৃষিমন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
প্রশাসন ও উপকরণ উইং

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের খরিফ-১/২০১৬-১৭ মৌসুমে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ধৈঞ্চা চাষ এবং কুমড়াজাতীয় সব্জীর মাছি পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রণোদনা কর্মসূচি

বাস্তবায়ন নীতিমালা ঃ

১. প্রতি ব্লকে আগ্রহী কমপক্ষে ১০-১৫ জন কৃষক নির্বাচন করা যাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকবে এবং যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করবে। কুমড়াজাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে প্রতি ব্লকে কুমড়াজাতীয় ফসল চাষের উপযোগী ৫জন কৃষক নির্বাচন করা যাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকবে এবং যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করবে। অনুরূপভাবে সবুজ সার ফসলের ক্ষেত্রেও বোরো- পতিত- রোপা আমন শস্য বিন্যাসে অথবা সুবিধাজনক শস্য বিন্যাসের আওতাভুক্ত প্রতি ব্লকে ৫ জন কৃষক নির্বাচন করা যাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকবে এবং যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করবে।

২. কৃষক নির্বাচন, অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে ব্লকের এসএএও, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাগণ সম্পন্ন করবেন এবং জেলওয়ারী অর্থ ছাড় মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভাজন অনুযায়ী হবে।

৩. কুমড়াজাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে বিগত বছরের ফসল আবাদ সম্ভাবনার নিরিখে লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করে কর্মসূচির উপজেলা ওয়ারী বিভাজন করবেন এবং বরাদ্দকৃত অর্থ উপপরিচালক,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর অনুকূলে ছাড় করবেন।

৪. খরিফ-১/২০১৬-১৭ মৌসুমে কুমড়াজাতীয় ফসলে সেক্সফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার, সবুজ সার ফসলের (ধৈঞ্চা) চাষে সহযোগিতার জন্য প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক উপকরণ ও আর্থিক সহায়তা পাবেন। অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক সংযুক্ত পাতায় বর্ণিত পরিমাণ অনুযায়ী কুমড়াজাতীয় ফসলে ফেরোমনফাঁদ ব্যবহার প্রদর্শনীর জন্য একজন চাষী পরিবার সর্বাধিক ৫০ শতক জমির জন্য পট ও লিউর সহযোগিতা পাবেন এবং সবুজ সার ফসলের (ধৈঞ্চা) চাষের জন্য প্রতি কৃষক পরিবার সর্বোচ্চ ২০ শতক জমির জন্য বীজ সহযোগিতা পাবেন।

৫. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষিকর্মকর্তা এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবিযুক্ত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের ভর্তূকি অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টার রোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। মাস্টার রোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর যুক্ত করতে হবে।

৬. প্রতি কৃষক ২০ শতক জমির জন্য ৪ কেজি করে ধৈঞ্চার বীজ এবং কুমড়াজাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে প্রতি কৃষক ৫০ শতক জমির জন্য ১৮ টি পট ও ১৮ টিলিউর পাবেন। সবুজ সার ফসলের ক্ষেত্রে সবুজ সার ফসল (ধৈঞ্চা) জমির মাটির সাথে মিশানোর সময় প্রতি গুচ্ছে (৫ প্লটে ১ গুচ্ছ) ১টি মাঠদিবসের আয়োজন করতে হবে। কুমড়াজাতীয় ফসলের প্রদর্শনী মাঠদিবস ফেরোমন ট্র্যাপ স্থাপনের ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে করতে হবে।

৭. মাঠদিবসের দিন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/জনপ্রতিনিধি/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উপজেলার অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সংবাদ মাধ্যম কর্মীদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে ।

৮. কর্মসূচির সকল উপকরণ বিতরণ উপজেলা সদর থেকে করতে হবে। সকল উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন। কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষকছাড়া অন্য কাউকে উপকরণ প্রদান করা যাবে না বা একজনের উপকরণ অন্য জনকে প্রদান করা যাবে না। ধৈঞ্চা বীজের ৪ কেজি ওজনের ৫ টি প্যাকেট ১টি বড় প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে যাতে ১টি কৃষক গ্রুচ্ছের সদস্যগণ মাপার ঝামেলা ছাড়াই ভাগ করে নিতে পারেন ।

৯. সকল প্রকার ব্যয় ও সমন্বয় আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করে করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না।

১০. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত করতে হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য নয়। উপকরণ বিতরণ শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে খরচের সমন্বয় বিবরণী মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

১১. আবহাওয়ার সাথে সংগতি রেখে মে মাসের ১ম ও ২য় সপ্তাহের মধ্যে ধৈঞ্চা বীজ বপন সম্পন্ন করে ৩০ জুন২০১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমুদয় টাকার সমন্বয় করতে হবে ।

১২. কর্মসূচির যাবতীয় সমন্বয় রেকর্ডপত্র অডিটের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাগণের দপ্তরে সংরক্ষিত থাকবে।

২১/০৪/১৬

মোঃ নাসিরুজ্জামান
অতিরিক্ত সচিব
প্রশাসন ও উপকরণ উইং
কৃষিমন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
প্রশাসন ও উপকরণ উইং

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের খরিপ-১/২০১৬-১৭ মৌসুমে উফশী ও নেরিকা আউশ আবাদ বৃদ্ধির প্রণোদনা (বিনামূল্যে বীজ, রাসায়নিক সার বিতরণ এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান) কর্মসূচি

বাস্তবায়ন নীতিমালা ঃ

১. প্রতি ব্লকে উফশী এবং আধুনিক জাতের আউশ চাষের উপযোগী জমি ও উপযুক্ত আগ্রহী কমপক্ষে ১০-১৫ জন কৃষক নির্বাচন করা যাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকবে এবং যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করবে।

২. কৃষক নির্বাচন, অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিয়ন্ত্রণে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে কৃষি পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কার্যক্রমের নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে।

৩. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বিগত বছরের উফশী আউশ ও নেরিকা আউশ ফসল আবাদের জমি এবং চলতি খরিফ-১ মৌসুমে উফশী আউশ ও নেরিকা আউশ ফসল আবাদ সম্ভাবনার নিরীখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কর্মসূচির উপজেলাওয়ারী বিভাজন করবেন এবং জেলা অফিসের জন্য আনুসঙ্গিক খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়া অবশিষ্ট সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করবেন।

৪. খরিফ-১/২০১৬-১৭ মৌসুমে উফশী আউশ ও নেরিকা আউশ চাষে সহযোগিতার জন্য প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক এ অনুদান সহায়তা পাবেন। উফশী আউশ ও নেরিকা আউশ চাষের জন্য অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত প্রতি কৃষক সারণী-১, ২ এ বর্ণিত পরিমাণ অনুযায়ী প্রণোদনা কর্মসূচিভুক্ত ফসলসমূহের জন্য বীজ, রাসায়নিক সার, সেচ খরচ ও আগাছা দমন খরচ পাবেন। একজন চাষীপরিবারকে সর্বাধিক ১ (এক) বিঘা ফসলের জন্য সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৫. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ইউনিয়ন কৃষি পুনর্বাসন কমিটির মাধ্যমে এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবিযুক্ত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের ভর্তূকি অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর যুক্ত করতে হবে।

৬. প্রতি কৃষক ১ বিঘা জমির জন্য ৫ (কেজি) করে উফশী আউশ অথবা ১০ (দশ) কেজি করে নেরিকা আউশ ধানের বীজ, ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ (দশ) কেজি ডিএপি এবং ১০(দশ) কেজি এমওপি সার, সেচ বাবদ ৪০০/- (চারশত) টাকা এবং নেরিকার ক্ষেত্রে আগাছা দমন বাবদ ৪০০/- (চারশত) টাকা পাবেন।

৭. এ কর্মসূচির সকল উপকরণ বিতরণ উপজেলা সদর থেকে করতে হবে। সকল উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভূক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে উপকরণ ও নগদ অর্থ প্রদান করা যাবে না বা একজনের উপকরণ অন্য জনকে প্রদান করা যাবে না।

৮. কর্মসূচির সেচ ও আগাছা দমন বাবদ সহায়তার অর্থ নির্ধারিত মোবাইল একাউন্ট/১০(দশ) টাকার ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হবে। কোনক্রমেই সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করা যাবে না। একজনের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ অন্যজনের

D:/pronodona kormosuchi 2016-17/Introduction & nitimala-aus

একাউন্টে কোন ক্রমেই স্থানান্তর করা যাবেনা। উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার যথাসম্ভব দ্রুত কর্মসূচিভুক্ত কৃষকদের নির্ধারিত মোবাইল একাউন্টে ঐ টাকা স্থানান্তর করবেন।

৯. কৃষক প্রতি মিনি প্যাকেটের ঝামেলা ও ওজন কমের বিড়ম্বনা এড়াতে সারের বস্তা ভেঙ্গে আলাদা আলাদা কৃষককে না দিয়ে এ কর্মসূচির আওতায় উপকরণ সহায়তা হিসেবে অনুমোদিত তালিকাভূক্ত প্রতি ৫(পাঁচ) জনের এক একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপকে ২(দুই)বস্তা ইউরিয়া ও ১ (এক) বস্তা ডিএপি ও ১ (এক) বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে। গ্রুপের চাষীরা প্রতিজনে বিঘা প্রতি ২০(বিশ) কেজি ইউরিয়া ১০ (দশ) কেজি ডিএপি ও ১০ (দশ) কেজি এমওপি সার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবেন।

১০. শুধুমাত্র বরাদ্দের হিসাব সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বস্তা ভেঙ্গে বিতরণ করা যাবে।

১১. সকল প্রকার ব্যয় ও সমন্বয় আর্থিক বিধিবিধান অনুসরন করে করতে হবে। কর্মসূচির ইউরিয়া সার বিসিআইসি'র কারখানা/ বাফার গুদাম/ বিক্রয়কেন্দ্র/ মিল গেট হতে এবং অন্যান্য সার বিএডিসি'র জেলাস্থ/ নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। বিসিআইসি অথবা বিএডিসি'র সার পাওয়া না গেলে আর্থিক বিধানাবলী অনুসরণ করে স্থানীয়ভাবে সার সংগ্রহ ও সরবরাহ করা যাবে। সারের মূল্য সরকার নির্ধারিত ভর্তূকি মূল্যে ধরা হয়েছে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না।

১২ কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত করতে হবে, কোনোভাবেই বিলম্বে গ্রহণযোগ্য নয়। উপকরণ বিতরণ শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে খরচের সমন্বয় বিবরণী মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

১৩ কর্মসূচির যাবতীয় সমন্বয় রেকর্ডপত্র অডিটের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অফিসে সংরক্ষিত থাকবে।

২১/০৪/১৬

মোঃ নাসিরুজ্জামান
অতিরিক্ত সচিব
প্রশাসন ও উপকরণ উইং
কৃষি মন্ত্রণালয়।

D:/pronodona kormosuchi 2016-17/Introduction & nitimala-aus